Cosmo School

Class: 6
Science of Living Date: 07-07-2020
Tuesday

*****এসাইনমেন্ট লেখার জন্য কিছু দিক নির্দেশনা**

*****লেখার আগে অবশ্যই ভালোভাবে টপিকটি পড়তে হবে। তারপর প্রশ্ন পড়ে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। পয়েন্টে ব্যাখ্যা মানে পয়েন্ট লিখে তা বুঝিয়ে লিখতে হবে। প্রশ্নে যদি পয়েন্টে লিখ এমনটি থাকে তাহলে শুধু পয়েন্ট আকারে লিখলেই হবে।*****

প্রতিযোগিতা নিজের সাথে

এমন একটি প্রতিযোগিতা যাতে ৪০ থেকে ৫০ কোটি প্রতিযোগী অংশ নিচ্ছে। লক্ষ্য একটি বৃত্তের মাঝে পৌঁছা। যেখানে শুধু একজনের বেঁচে থাকার আশ্রয় রয়েছে। সেখানে যে পৌঁছতে পারবে, সে-ই বেঁচে থাকবে। আর বাকি সবাই মারা যাবে। প্রতিনিয়ত রাসায়নিক অস্ত্র বর্ষিত হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ প্রতিযোগী মুহূর্তে মারা যাচ্ছে। কিন্তু একজন প্রতিযোগী সকল বিপদ অগ্রাহ্য করে সেই বৃত্তে প্রবেশ করল। আর সময়ের বিবর্তনে মানুষরূপে আবির্ভূত হলো এই পৃথিবীতে। মাতৃগর্ভে একটি ডিম্বানুর সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে পিতার দেহ থেকে যে ৪০ থেকে ৫০ কোটি শুক্রাণু যাত্রা শুরু করেছিল, আপনি হচ্ছেন সেই শুক্রাণুর বিকশিত রূপ, যে ডিম্বানুর সাথে মিলিত হতে পেরেছিল। ৪০/৫০ কোটির সাথে প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছিলেন বলেই আপনি পৃথিবীতে আসতে পেরেছিলেন। অর্থাৎ আমাদের জন্মের শুরু থেকেই প্রতিযোগিতা।

গল্প ১

আমরা অনেকেই জানি, এক পাথুরে শ্রমিকের-

“সে হতে চেয়েছিল এক বণিক, কারণ অর্থের জৌলুস তাকে মুগ্ধ করেছিল। বণিক হয়ে সে তৃপ্ত হয় নি। হতে চেয়েছিল রাজার বড় কর্মচারী, কারণ ক্ষমতার মোহ তাকে অন্ধ করেছিল। কিন্তু বড় কর্মচারীর অঢেল ক্ষমতা তাকে শান্তি দেয় নি, কারণ সে দেখেছিল সূর্যের ক্ষমতা তার চেয়েও বেশি।

সূর্য হয়েও তার সাধ মেটে নি, কারণ এক টুকরো মেঘ তাকে ঢেকে দিয়েছিল। মেঘ হয়ে সে হা-হুতাশ করেছিল, কারণ এক পশলা বাতাস তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বাতাস হয়ে সে অখুশি ছিল, কারণ এক টুকরো পাথরকে সে কিছুতেই সরাতে পারে নি। এক পাথর হয়ে কি সে শান্তি পেয়েছিল? না, কারণ সে বুঝেছে পাথুরে-শ্রমিকের হাতুড়ির আঘাত পাথরকেও ধ্বংস করে দিতে পারে। তাই বাকি জীবন সে কাটিয়েছে অতৃপ্ত এক পাথুরে-শ্রমিক হিসেবেই।”

আমাদের প্রত্যেকের অবস্থা ঐ শ্রমিকের মতোই। অন্য কেউ হয়তো আমার চেয়েও বেশি ভালো আছে—এই আশঙ্কায় ক্রমাগত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হই আমরা। বস্তুগত অর্জনের মোহ আমাদের অতৃপ্তিকে আরো বাড়িয়ে দেয়। কারণ বস্তু কখনও তৃপ্তি দিতে পারে না।

গল্প ২

এক জাপানি বালক। ১৩ বছর তার বয়স। একটা দুর্ঘটনায় বাম হাত হারিয়ে ফেলল। তার ছিল জুডো শেখার প্রচন্ড আগ্রহ। কিন্তু যেহেতু তার বাম হাত নেই, কোনো জুডো-গুরু তাকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি হলেন না-বাম হাত নেই, একে কী শেখাবো? জুডো তো একটা সাংঘাতিক ব্যাপার! যেটার জন্যে দুটো হাতের প্রয়োজন। ছেলেটি এই গুরুর কাছে যায়, ঐ গুরুর কাছে যায়। সবাই শুধু বলে যে, না, তুমি জুডো শিখতে পারবে না। তোমার জন্যে এগুলো নয়। তুমি বরং অন্য কিছু কর। কিন্তু বালক বিশ্বাসে অটল। বাম হাত নেই তাতে কী? জুডো সে শিখবেই। ঘোরাঘুরি করতে করতে শেষমেশ সে এক বয়োবৃদ্ধ গুরুর সন্ধান পেল। বালকের শেখার আকুতি দেখে গুরুর মায়া হল। তিনি তাকে বললেন যে, ঠিক আছে, আমি তোমাকে শেখাব। তবে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, আমি যা বলব তা তুমি মানবে এবং লেগে থাকবে।

শুরু হল তার জুডো শেখা। দিন গেল, সপ্তাহ গেল, মাস গেল। বছর পার হল। একসময় ছেলেটি অবাক হয়ে লক্ষ করল-প্রতিদিন তার গুরু তাকে একটা কৌশলই, জুডোর একটি প্যাঁচই কেবল শেখাচ্ছেন। ডান-বাম, সামনে-পেছনে আর কিছুই না, শুধু একটাই কৌশল, একটাই প্যাঁচ। একসময় তার মনে প্রশ্ন জাগল, দুঃখ হলো-জুডোর এত প্যাঁচ আছে, সব বাদ দিয়ে গুরু আমাকে শুধু একটি প্যাঁচ শেখাচ্ছেন! আবার সাহসও পায় না যে, গুরুর সামনে বললে আবার না বেয়াদবি হয়ে যায়। একদিন সাহস করে বলেই ফেললো যে, সেনসেই! (জুডো-গুরুকে শিষ্যরা সম্মান করে ডাকে সেনসেই) আমি কি আর কোনো কৌশল শিখব না? -বলল খুব করুণ স্বরে। গুরু জবাব দিলেন, তুমি একটি কৌশল শিখছ আর এই একটি কৌশলই, একটি প্যাঁচই তোমার ভালোভাবে রপ্ত করা দরকার। অতএব একাগ্রচিত্তে অনুশীলন করে যাও।

গুরু বলে দিয়েছেন। তার কাছে এটুকুই যথেষ্ট। যেহেতু গুরু তাকে খুব স্নেহ করেন, একটা প্যাঁচই মমতার সাথে বার বার বার বার শেখাচ্ছেন-সে অনুশীলন করে চলল। পাঁচ বছর পার হয়ে গেল এই একটা প্যাঁচ শিখতে। দীর্ঘ অনুশীলনে এই প্যাঁচের সবকিছু দারুণভাবে রপ্ত করলো সে। এবার গুরু সিদ্ধান্ত নিলেন তাকে প্রতিযোগিতায় নামানোর। প্রতিযোগিতা শুরু হলো। প্রথম দুই ম্যাচে খুব অনায়াসে সে ঐ এক প্যাঁচ দিয়েই দুজনকে হারিয়ে দিল। এবার ফাইনাল। ফাইনাল ম্যাচে সে সত্যি সত্যি বেশ বেকায়দায় পড়ল। কারণ তার প্রতিপক্ষ বেশ শক্তিশালী আর অভিজ্ঞ। একসময় মনে হলো যে, বালকটি বোধহয় হেরে যাচ্ছে। ভীষণ মার খাচ্ছে। রেফারিও বুঝতে পারছে না খেলা কি চলতে দেবে, না থামিয়ে দেবে। কারণ যেভাবে ছেলেটি মার খাচ্ছে তাতে যেকোনো সময় সে পড়ে যেতে পারে। কিন্তু তার গুরু ইশারা করলেন যে, না, খেলা চলুক। বিরতি হলো। গুরু বালকের মাথায় হাত বুলিয়ে উৎসাহ দিলেন। সুন্দর খেলছ। তুমি জিতবে। খেলা আবার শুরু হল। শক্তিমান প্রতিপক্ষ অধৈর্য হয়ে উঠল। মরিয়া হয়ে আক্রমণ করতে লাগল। বালক ঠান্ডা মাথায় প্রতিটি আক্রমণ কাটাচ্ছে। হঠাৎ প্রতিপক্ষ একটা ভুল করার সাথে সাথে বালক তার প্যাঁচ প্রয়োগ করল এবং জিতে গেল। বালক চ্যাম্পিয়ন হল। চ্যাম্পিয়ন হয়ে বালক তো মহাখুশি।

এটা তার কাছেও বিস্ময়কর যে, একটিমাত্র কৌশল প্রয়োগ করে সে জিতে গেল! ফেরার পথে সে গুরুকে জিজ্ঞেস করল যে, সেনসেই! এই একটিমাত্র কৌশল প্রয়োগ করে আমি জিতলাম কী করে? তখন গুরু বললেন যে, দেখ, তুমি দুটি কারণে জিতেছ। এক হচ্ছে, তুমি জুডোর খুব দুরূহ একটি কৌশল, খুব কষ্টকর জটিল একটি প্যাঁচকে খুব ভালোভাবে শিখেছ। দুই হচ্ছে, আমার জানামতে এই প্যাঁচ থেকে বাঁচার জন্যে প্রতিপক্ষের একটিই পথ আছে। তা হলো প্রতিদ্বন্দ্বীর বাম হাত ধরে ফেলা। সে যদি তোমার বাম হাত ধরতে পারত তাহলেই বাঁচতো। কিন্তু তোমার তো বাম হাতই নেই। অতএব তুমি জিতে গেছ।'

এসাইনমেন্টঃ

১।

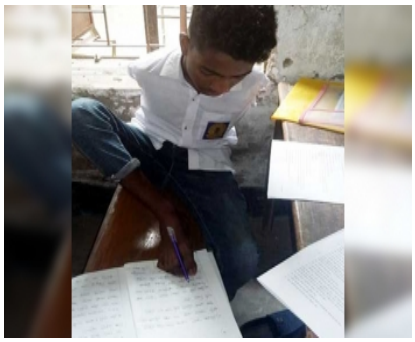

অন্য শিক্ষার্থীদের মতো নয় সঞ্জু দাসের জীবন। জন্ম থেকেই দুই হাত নেই। পায়ের ওপর ভরসা করেই জীবন চলে। তবে শারীরিক এই প্রতিবন্ধকতা দমাতে পারেনি সঞ্জুকে। নিজের পা দুটোকেই লড়াইয়ের হাতিয়ার করে নিয়েছে। ইচ্ছাশক্তিতে ভর করে পায়ে লিখেই জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা (জেএসসি) দিয়েছে এই কিশোর। সঞ্জুর ইচ্ছার কাছে দারিদ্র্য ও প্রতিবন্ধকতা দুটোই হার মেনেছে। হাত না থাকায়ও সে স্বাভাবিক জীবনযাপন করছে। কোনো কিছুতেই পিছিয়ে নেই।

আমার সীমাবদ্ধতাই আমার শক্তি। আমি জানি কীভাবে সীমানা বাড়াতে হয়। আমি আমার সামর্থ্যের সীমানা প্রতিনিয়ত বাড়াচ্ছি।- উপরের ঘটনার আলোকে ১০টি পয়েন্টে ব্যাখ্যা কর।

২। প্রতিযোগিতা বলতে কী বুঝ? অন্যজনকে টপকে যাওয়া নাকি গতকালের আমি'র সাথে আজকের আমি'র তুলনা করা? তুমি যদি নিজের সাথে প্রতিযোগিতা কর তাহলে কীভাবে করবে তা ৫টি পয়েন্টে লিখ।

৩। একবার ক্রিকেটার অনিল কুম্বলকে ৮ উইকেট পাওয়ার পর জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আপনি এখন কাকে হারাতে চান? তিনি উত্তরে বলেছিলেন আমি আমার নিজের রেকর্ড ভাঙতে চাই। অনিল কুম্বল নিজের রেকর্ড ভাঙতে চেয়েছেন কেন তা ৫টি বাক্যে বুঝিয়ে লিখ।

*** এসাইনমেন্ট আগামী ১৪-০৭-২০২০ মঙ্গলবারের মধ্যে samia.cosmo20@gmail.com ঠিকানায় মেইল করবে***

কোর্স শিক্ষক

সামিয়া ফেরদৌস